দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 3.12.79 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

কোদাল হাতে নিয়ে এবার স্বাধীনতা

দেশে স্বেচ্ছাশ্রমে

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান খাদ্য উৎপাদন যত কম সময়ে সম্ভব দ্বিগুণ করার উদ্দেশে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে কোদাল হাতে তুলে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার ডাকে সাড়া দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচের পানি সংরক্ষণের জন্য শনিবার থেকে সারা দেশে খাল খননের কাজ শুরু হয়েছে। প্রেসিডেন্ট গত শনিবার আরিচা ঘাটের কাছে কাশাদহ খাল পুনর্খননের মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে খাল কাটার এই ব্যাপক কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন

দেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘোষিত বিপ্লবের প্রথম ধাপ—খাল কাটা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরুর আগে এখানে সমবেত বিশাল জনতার উদ্দেশ্যে দেয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, সময় নষ্ট করার সময় আমাদের নেই। এক্ষুণি, এই মুহূর্তেই আমাদের কোদাল ধরতে হবে। তিনি বলেন, ঢাক-চট্টগ্রামে বাড়ি নির্মাণের পুরনো রাজনীতি তাঁর দল ও সরকার করতে চান না। মাঠে-ময়দানে কোদাল হাতে নিয়ে দেশ গড়ার রাজনীতি এখন শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, 'সেই রাজনীতি আমরা চাই যা, আপনাদের আমাদের সবার উন্নতি করবে। কথা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি আমরা চাই না।'

প্রেসিডেন্ট বলেন, যারা এই মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করবেন না, তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। তিনি বলেন, জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই বিশাল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই দেশে গড়ে উঠবে নতুন নেতৃত্ব।

স্বেচ্ছাশ্রমে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

শনিবার কাশাদহে নিজ হাতে মাটি কেটে দেশব্যাপী খাল খননের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান —দৈনিক বাংলা

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 3.12.79 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

খাল খনন শুরু

(১ম পৃঃ পর)

বলেন, দেশবাসী এজন্যে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। তারা বিগত দুটি নির্বাচনের আগে তাঁর সব কটি জনসভায় দু হাত তুলে, স্বেচ্ছাশ্রমে দেশ গড়ার ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বলেন, দেশের উন্নতির জন্যে সকলকে সেই ওয়াদা পূরণ করতে হবে।

দেশের সর্বত্র খাল কাটার কর্মসূচী বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়ে জিয়া বলেন, আমাদের দেশে দেখা যায় নদীতে পানি আছে; অথচ পানির অভাবে খরায় নদী-তীরের ক্ষেতের ফসল মরছে। এই অসামঞ্জস্য দূর করে তিনি নদীর পানি সেচের জন্যে ক্ষেতের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। যেসব এলাকার জনসাধারণ স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খননকর-সাধারণ স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন করবেন, সেসব এলাকায় বিনামূল্যে সেচের পাম্প ও বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার সরকারী সিদ্ধান্তের কথা তিনি এখানে পুনরায় ঘোষণা করেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, খাদ্য উৎপাদন দ্বিগুণ হলে বিদেশে তা রফতানী করে হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করা যাবে। জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার মানও উন্নত হবে। তিনি বলেন, অন্য দেশ আমাদের সাহায্য দিতে পারে। কিন্তু তারা এসে আমাদের দেশ গড়ে দিয়ে যাবে না। দেশ গড়া নির্ভর করছে আমাদের কাজের উপর। তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছি। কোদাল হাতে নিয়ে এবার স্বাধীনতা অর্থবহ করতে হবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে খাল কাটা শুরুর এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান, বিএনপি সেক্রেটারী জেনারেল ডাক্তার বদরুদ্দোজা চৌধুরী, পল্লী উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) আবদুল হালিম চৌধুরীও বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়া যে বিপ্লব শুরু করেছেন শাসনতন্ত্রের ১৬ নম্বর ধারায় তার উল্লেখ রয়েছে। প্রেসিডেন্ট দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির যে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করেছেন লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্যে প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পানির জন্যে হযরত হাসান-হোসেন কারবালায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন। যারা প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশে প্রবাহিত নদীর গতিরোধ করতে চান, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রয়োজন বোধে বাংলাদেশের মানুষ শাহাদাত বরণ করবে। তবু বিদেশের কাছে মাথা নত করবে না।

ডাক্তার বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, অতীতের ত্রিশ বছরের কোন সরকার সাধারণ মানুষের জন্যে কিছুই করেনি। তিনি বলেন, বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমানের সরকারের নীতিই হলো সাধারণ মানুষের উন্নতি করা।

ক্যাপ্টেন (অবঃ) আবদুল হালিম চৌধুরী বলেন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার আহ্বানে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে যেভাবে সাড়া দিয়েছিল, স্বেচ্ছাশ্রমে খাল কাটার আহ্বানেও ঠিক সেভাবেই সাড়া দিয়েছে।

চট্টগ্রাম

বাসসের খবরে প্রকাশ, উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব জামালউদ্দীন আহমদ রোববার চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার কেওচিয়ায় পাঁচ মাইল লম্বা নয়া খাল খনন স্কীম উদ্বোধন করেন। জেলায় আরও দুটি খাল কাটা হবে। একটি বান্দুনিয়ায় ৬ মাইল লম্বা খাগড়া খাল এবং অন্যটি কক্সবাজারের ৫ মাইল দীর্ঘ পাতলা খাল। ৪০ হাজারেরও বেশি স্বেচ্ছাকর্মীর শ্রমে স্বল্পকালের মধ্যে এসব খাল খননের কাজ শেষ হবে।

বগুড়া

রেলমন্ত্রী জনাব আবদুল আলীম রোববার বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও গাবতলী থানায় সোয়া তিন মাইল লম্বা শুকদহ খাল পুনর্খনন কাজের উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন স্তরের প্রায় দেড় হাজার লোক এই খননকাজে অংশ নেয়। আগামী মার্চে খননকাজ শেষ হবার কথা।

ফরিদপুর

শনিবার সকালে ফরিদপুর জেলার পাঁচটি মহকুমায় পাঁচটি খাল পুনর্খননের কাজ শুরু হয়েছে। স্কীমগুলো সম্পন্ন হলে প্রায় ১২ হাজার একর জমিতে পানি সেচ করা যাবে এবং অতিরিক্ত ৩ লাখ ৬০ হাজার মণ শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক খাল খনন কাজের উদ্বোধন করেন।

রাজশাহী

রাজশাহী থেকে দৈনিক বাংলার নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, রাজশাহীর জেলা প্রশাসক রোববার নওগাঁ মহকুমার মান্দা থানায় শিরো নদীর পুনর্খনন কাজের উদ্বোধন করেন। এই জেলায় এ ধরনের ৬টি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এগুলোর সাহায্যে ৩০ হাজার একর জমিতে সেচের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৫ লাখ মন ফসল পাওয়া যাবে।

রংপুর

রংপুর থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, জেলায় ৪টি খাল খনন করা হবে। এগুলো হচ্ছে সদর মহকুমার মিঠাপুকুর থানায় আকিরা নদী, নীলফামারীর সিঙ্গীমারী বিল গাইবান্ধা শহরের কাছে একটি খাল এবং কুড়িগ্রাম শহরের কাছে আরেকটি খাল।

চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গা থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, রোববার সেখানে, সাড়ে পাঁচ মাইল লম্বা ডমরা-গোকুলখালি খালের খনন-কাজ শুরু হয়েছে। সর্বস্তরের প্রায় ৮ হাজার উৎসাহী মানুষ খননকাজে অংশ নেয়।

অর্থবহ করতে হবে : জিয়া

খাল খনন শুরু

কাশাদহে খাল কাটায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নিচ্ছে হাজার হাজার মানুষ —দৈনিক বাংলা